

শ্রী পংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা

অন্তর্গত বাহ্যিক





কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের

কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

ଦୀପଂକର ଶ୍ରୀଜ୍ଞାନ ଚାକରା

ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃଷ୍ଟିପାତ

অন্তর্গত বৃষ্টিপাত :
দীপংকর স্রীজান চাকমা ॥

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন/১৩৮৫//ফেব্রুয়ারী/১৯৭৯ ॥

প্রকাশক :
ইউসুফ শরীফ/
একাল প্রকাশনী/ঢাকা ॥

প্রচ্ছদ :
কাদের চকদার ॥

মুদ্রক :
নাটোর প্রেস/
৮৯, যোগীনগর রোড/ঢাকা ॥

মূল্য :
সাত টাকা ॥

ANTARGATA BRISTIPAT: A Collection of Poems in Bengali by
DIPANKAR SREBJAN CHAKMA. Publisher: Yousuf Sharif/Ekal
Prokashani/Dacca. February/1979. Price/Tk. Seven only.

ফেরার পথে বুকের মাইল পোস্টে
রক্তের অঙ্করে লিখেছিলাম
দৌলত-বৈভব আমার কিছুই নেই
সর্বস্ব খুঁইয়ে
জানার মত সত্য বলে চিরদিন
হাহাকার আর অশ্রুজলে
নদীর মত তোমাকে জেনেছিলাম ।
'রোদনের রেখায় তন্ময় হয়ে জলে
জীবনের গুড় যৌবন জয়োল্লাস ।'

সূচী//

অহংকার/সাত গোলাপকে/আট একটি মন খারাপের পদ্য/
নয় আর না/দশ ইচ্ছা/এগার রূপান্তর/বার তোমাদের
জন্য/তের শুধু তুমি/চৌদ্দ তুমি অনুরাগে-এক/পনের তুমি
অনুরাগে-দুই/ষোল ভালবাসা-এক/সতের ভালবাসা দুই/
আঠার অন্তর্গত বৃষ্টিপাত/উনিশ নদীর কাছে/বিশ আমার
মৃত্যুর পর/একুশ শারীরিক/বাইশ 'পি'-এর প্রতি/তেইশ
অই যায়/চব্বিশ দৃষ্টিপাত/পঁচিশ সাঁকো/ছাব্বিশ চেউ/
সাতাশ এই আমি সেই আমি/আটাশ স্মৃতির ভিতর/
উনত্রিশ ভালবাসা/ত্রিশ নিজস্ব হোগলে/একত্রিশ জলমগ্ন
মৃত্যু/বত্রিশ বিষ/তেত্রিশ কোয়াল্টেট/চৌত্রিশ সাতাশটি
বহুরের সর্বনাশ/পঁয়ত্রিশ ভালবাসার এপিট্যাফ/ছত্রিশ ইন্ডের
প্রতি/সাঁইত্রিশ পঙতিমালা/আটত্রিশ এখনো বেদনা/উনচল্লিশ
তুমি/চল্লিশ দুঃখের জীবনী/একচল্লিশ আশা/বিয়াল্লিশ
আমার শত্রুদের প্রতি/তেতাল্লিশ সুখদুঃখ/চুয়াল্লিশ দূরত্ব
বিস্ময়ক পদ্য/পয়তাল্লিশ খেলার শহর/ছেচল্লিশ যদি বলতে
পারতাম/সাতচল্লিশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা/আটচল্লিশ

আমার এখন চোখভরা স্বপ্ন আর বুক ভরা সুখ
মেঘের প্রতিবেশী আমি, সুন্দরের বন্ধু-সহচর
যে কোন শত্রুর সাথে আলিঙ্গনে প্রস্তুত
যে কোন সন্দেহে ঘোর অবিশ্বাসী
আগরবাতির মত জ্বলি কান্নার বিপরীত গন্ধে
ফুলের শৈশবে খেলা করে আমার বর্তমান
মাধবী আমাকে দেখেই ফুটলো, আমার
করাঞ্জলীপুটে আমি তার উন্মোচন চেয়েছি
মাধবী আমার ভালবাসা, আমার মৃত্যু ও জীবন
বড়ই কোমল সৰস্বতী নিবেদন, এই ঠিকানায়
আমি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছি অশ্রুজলে ভেসে ।

আমি এক ওচ্ছ আঙ্গুর আদর রেণু রেণু সোহাগের পরাগে
আমি গোলাপের অভিমান ভাজিয়েছি, হাওয়ার প্রসূণ,
নীলকণ্ঠ পাখির কাকলী আর প্রজাপতির আনন্দে
আমার অধিবাস, আবিষ্কারের আনন্দে আমি কাঁপি
কারণ, আমি এখন গৌরবের চেয়েও বড়
আর আমার অহংকার

ভিল ভিল করে আমি একটি ভালবাসার জন্ম দিয়েছি ।

গোলাপ তুমি কেমন আছো, কেমন আছো গোলাপ
বুকে আমার বিঁধিয়ে দিয়ে কাঁটার মনস্তাপ
গোলাপ তোমার মুখটি তোলো
রক্তাশ্রুর অই ঠোঁটটি খোলো
রাগা মেঘের বর্ণচ্ছটায় লুকাও আমার পাপ ।

বাতাসে কাঁপিছে প্রাণ ধৃতিমান জেগে উঠে
পরিশুদ্ধ করো এই মানুষের বুক, অসহায়
কাতরতা ভরা বেতসের লতা আর কত
নোয়াবে শরীর ? নতজানু-ন্যূজ মুখ হবে ?
ওকে তুর্কে নাও স্নেহ আদরে, অভিমানে রোদনে
সারাদিন বড় বেশী দাগা গেছে তার
বিদীর্ণ করিয়া হিয়া, বুক ঘেঁষে চলে গেছে তীর
দৈবাৎ লাগেনি প্রাণে, মর্মে তবু লাগিয়াছে
নিদারুণ বিষ । অপমানে কাঁদে চোখ জলের প্রহারে
বেদনা উন্মুখ আজ, শিশির ঝরেছে পথে
অঁধফোঁটা আহত গোলাপ সরসীর শুশ্রূষা যাচে
হাহাকার জমা হয় মেঘে, আকাশেও অভিমান
প্রচ্ছন্ন বিষাদ মাখা সুর, দুঃখ শুধু লেগে থাকে
চোখের পাতায়, অঁধুলের কালো দাগ মুছে না কিছুতেই.....

‘আর না’

[৫২-এর সম্বন্ধে]

বুক বেঁধে দাঁড়িয়েছি, ‘আর না’
রুখে মোরা দাঁড়িয়েছি, ‘আর না’
ফিরে মোরা দাঁড়িয়েছি ‘আর না’ ।

এ জীবন যদি যায় যাক না
বলে যাক শোনিতির স্বরণা
মাকে তবু ডাকবোই ‘মা’—।

সবগুলো 'না হওয়া'র মুখে আমি একপোচ করে
কালি লেপে দিই
সব অসম্ভবের পোণী ঘোড়ার ঘাড় দিই মচকে
সব ব্যর্থতা আর হতাশা জড়ো করে পুড়াই
শুকনা পাতার মতন
আর সারা ভয় দেখায়, নিষেধের লালবাতি উঁচিয়ে রাখে
পথে-তেমাথায়-চৌমাথায়-মোড়ে
তাদের মাথা মুড়িয়ে ঘোল তেলে গাধায় চড়িয়ে.....

আমার ইচ্ছা হয়
প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে পৃথিবীটা ঝাঁট দিই
ঝেটিয়ে দিই সব ময়লা আবর্জনা
তারপর ঝকঝকে তক্তকে পরিচ্ছন্ন
নিকানো উঠানে নিবিড় আলপনা একে
বুক ভরে শ্বাস নিই নির্ঝঙ্কাট বাতাসে।

ତୋମାକେ ବଲେছি ପ୍ରଜାପତି
ତୋମାକେ ବଲେছি ପାଞ୍ଚି
ତୋମାକେ ବଲେছি ଦୁଃଖ
ତୋମାକେ ବଲେছি ଜଳ
ତୋମାକେ ବଲେছি ତମସା
ତୋମାକେ ବଲେছি ପ୍ରାପ
ତୋମାକେ ବଲେছি ସ୍ମୃତି
ଏখন ବଲେছি ଚୋଷ ।

পৃথিবীতে যত মঙ্গল আছে
তোমাদের সাথে আমার করমর্দন হোক
যত স্থির অবিনাশ মানবিকতা আছে
ফুলের মত ফুটে আছে শাস্ত
তোমাদের সাথে আমার রক্তের সম্বন্ধ গড়ুক
আমার আলিঙ্গন নিবিড় সংবন্ধ হোক তোমাদের সাথে
হে ফুল, হে পাখি, হে চাঁদ
হে নীল মাইনীর জল
নিষ্পাপ ভালবাসা যারা ধারণ করে আছে
সৌন্দর্যের উপমাগুলো আত্মস্থ করেছে
নীলকণ্ঠ সেজে কলুষ মুক্ত রাখছে পৃথিবীকে—
হে পবিত্র পাবক,
আগ্নি পতাকার মত উড়িয়ে দেব এই হৃদয় তোমাদের জন্য ।
তোমাদের অসুখে আমি বিশলাকরণীর ছায়া হবো
জলভারনত মেঘ হবো উত্তপ্ত খরায়
অশ্রুমুখী শেফালী ফোটাবো ।

পৃথিবীতে যত সৌন্দর্য আছে
যত রূপ আর রূপময় আছে
তোমাদের সাথে আমার আত্ম-সন্নিহিত হোক
আমি চিরদিন তোমাদের স্বপক্ষে
হে আরোগ্য, হে প্রার্থনা, হে বিশ্বাস,
হে নীল রূপায়ন, হে স্নিগ্ধতা
যারা ব্রতী আছে
তোমাদের জন্য উৎসর্গ এই জীবন ।

এটাতো তোমার ফুল, সবখানে তোমারই নাম
ফুটে আছে নিজস্ব মৃদ্রায় পরিচিত অভ্যাসের মত
নিবিড় হয়ে বহুকালে তোমার ওটাতো পাপড়ি,
তোমার কোমল ত্বকে প্রিয় পরশের মত জড়িয়ে আছে
আত্মহারা আতরের বাসে ।

এই ফুলে তোমারই প্রণয় ছড়ানে' ছিটানো
রুতিদল উপদলে তোমারই আপন সৌরভ
পায়ের আঙুল থেকে মাথার কুন্তল সবখানে
তোমাকেই দেখি ঋষিদের তপোবনে ধ্যানলীন
মগ্নতার মত বিজড়িত তোমার প্রবল ছায়া
পরিচিত ঘ্রাণ, গোপন আড়াল হতে উঁকি দেয়
মৃদু হাসি মাখা মাধবীর মুখ, দুটি প্রিয় পরিচিত চোখ
ফুলের আড়ালে অপরূপা তুমি
রূপের আড়ালে ফুটে আছে কৌমুদী বহলার
ফুলের উপমা শুনে আরক্তিম তুমি এসে মুখ চেপে ধরো
যত বলি বুঝাতে পারি না কিছুতেই
তুমি বলো, ফুল বলে 'ভ্রমি'
আমি বলি, ফুল নয়-ফুল নয় ওটা শুধু তুমি ।

কবে মগ্ন হয়েছিলে প্রাণ, মনে নেই
কবে আকাশের মোহন নীলমাতে
উড়াউড়ি ছেড়ে দিয়ে এ বুক
গড়েছিলে বসত, কি সুখে
কি আশ্চর্য অনুরাগে ।

মনে হয় ভালবাসা ছাড়া
আর কোন কিছুতে নও তুমি গড়া ।

তুমি অনুরাগে—দুই

বেতস দেখেছ ! দেখনি ?
একটু অনুরাগে কেমন সে কাঁপে
তুমি অনুরাগে সজ্জনী
হিয়া দুরু দুরু তেমনি

বেতসে কঠিন কোমলতা থাকে ।

ভালবাসা যেন এক ধরনের যুদ্ধ

আমার সাথে তোমারই যোঝার খেলা

ভালবাসা যেন মেঘে মেঘে সংঘর্ষ

তড়িৎ চাবুকে উপড়ানো মূল শুদ্ধ ।

ভালবাসা মানে নীল আর সবুজে মেলা
প্রাকৃতিক ভূমি

ভালবাসা মানে তুমি ।

ভালবাসা মানে যুক্তাক্ষরহীন একটি অনর্থ শব্দ
ব্যর্থতার বোঝা নদীতে ডুবিয়ে
ঘরে ফেরার পটভূমি ।

রুষ্টি ঝরছে। আমি গলে গলে জল হয়ে
 নামছি। উপর থেকে নীচে, মাথা থেকে
 বুক, বুক থেকে জানু, জানু থেকে পদতল।
 শিরায় সঞ্চিত শুধু জল, অবিরল ধারাজল
 হয়ে নামছি। আমার শ্রুতিতে রুষ্টি
 গতনের শব্দ, আমার দৃষ্টিতে সমর্পনের
 নীরব আবুলতা। আমি গলে গলে জল
 হয়ে নামছি। চেতনা নরম মৃত্তিকার রূপ
 নিচ্ছে। এইতো সময়। আমাকে তৈরী
 করো, ইচ্ছা মাফিক তৈরী করো। আমি
 এখন প্রস্তুত। যেখানে যা কিছু প্রয়োজন,
 যা কিছু সংযোজন আবশ্যক, যোগ এবং
 বিয়োগ, জ্যামিতিক সুমিতিতে আমাকে গড়ে
 তুলো। তুলো গড়ে। তোমার ভালবাসায়
 আমাকে রূপ দাও। তুমিতো মোহন শিল্পী,
 আমি একতাল নরম কাদামাটি। তুমি
 আমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল যেন পাপীজন
 শরন প্রভু। আমি তোমাতেই নিজেকে
 সমর্পণ করেছি। এই বুক তোমাকে
 রাখো, এই চোখ থেকে দ্বিধা তুলে নাও।
 হৃদয়ে এক আলোকিত রাজপথ তৈরী
 করো। সংকোচ ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরে।
 আমি এখন প্রস্তুত হয়ে আছি নরম মাটির
 মত। তোমার যেমন শূণী আমাকে
 সাজিয়ে নাও। উপড়ে নাও ত্রুটির পুচ্ছ,
 অসম্পূণতার কালো ক্ষয়। যা কিছু
 প্রতিবন্ধক তোমার-আমার মাঝে যা কিছু
 ব্যবধান রচনা করে, যত সব আড়াল,
 লিমিটেশন, সংকীর্ণতা, আবদ্ধতা দূর করে
 দাও। আমাকে নূতন করে গড়ে তোলো।
 আমাকে সম্পূর্ণ তোমার করে নাও। এই
 হচ্ছে সময়। এট হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময়।
 ভালবাসার রুষ্টি ঝরছে, আমি এখন নরম
 মাটি। তুমিতো মোহন শিল্পী শুধু আমারই।
 আমাকেই রূপ দাও—আমাকেই দাও—রূপ
 দাও—রূপ দাও—

নদীর কাছে

তোমার কাছে নাইতে গিয়েছিলাম

ভালবাসার কোমল সাম্পানে

তোমার কাছে চাইতে গিয়েছিলাম

একটু নীলের স্পর্শ চেয়েছিলাম

চাইতে তুমি খমকে গিয়েছিলে

দ্বিধায় তোমার বুকটি কেঁপেছিল

‘এমন করে চাইতে কতু আছে’—

বলেছিলে আর কত কি কথা

লজ্জারাতা মর্ম বেদনাতে—

,

ফিরে এসে গোপন হাহাকার

বুকের ভিতর হায়রে হা হা বাজে

তোমার কাছে নাইতে গিয়েছিলাম

তোমার কাছে চাইতে গিয়েছিলাম

প্রাণের ভেতর বাজে

বড়ই বেশী বাজে

লজ্জারাতা মগ্ন অাকাঙখাতে—

আমার মৃত্যুর পর শিথানের জানালাটা খুলে দিয়ো
হ হ করে যদি হাওয়া বয়
দু'একটা ঝরা পাতা দমকা বাতাসে ভিতরে আসতে চায়
আসতে দিয়ো

গোলাপ বাগানে যদি ঝড় উঠে
কালো জমাট মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়
বুকের আগল খুলে দিয়ো
হৃদয় যদি ভাঙতে চায় কান্নায়
ঝুঁটি হয়ে নামতে দিয়ো—

শরীর শরীর চায়

শরীরকে পায় না সে পুরোপুরি

শরীর তবু আঁকড়ে থাকে তাকে

শরীরকে

শরীর শরীরকে পায় না

শরীর ঘিরে এক অশরীরী

শরীর ক্রুদ্ধ হয়, ফুঁসে উঠে

ভেঙ্গে ফেলে খাঁচা

শরীর হারায় তাকে

শরীরকে

শরীর পড়ে থাকে

অশরীরীই পালায় ।

হাসিওনা ফিক করে মুখ ঢাকা হাসি
লাজ দেবে লোকে, অনুতাপে দগ্ধ হবে
জারুলের শাখা । সুর-গীত ভালবাসি
গুনিতে অধীর তাই মৃদুমধু রবে—
কথা নয়, কথা নয়— কথা পরে হোক
হাসি নয়, হাসি নয়—হাসি ভেঙ্গে যায়
তুলে নাও গান এই আলোক সভায়
সুখী হবে অভাজন দূরে যাবে শোক ।

তারপর যাহা খুশী করিয়া কিবা আসে যায়
বাতায়ন খুলে কিঁবা করিডোরে বসে
পাশে করে ডেকে নিয়ো চৌষট্টি কলায়
বাঁকা চোখে কারো পানে মধু-হাসি হেসে
মাঝে মাঝে দেখে দেখে মধুর স্বপন
হাসি আর গানে তব ভরুক জীবন ।

অই যায়

জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায় ততোধিক জীবনে
বাস্তব থেকে সরে থাকে ততোধিক বাস্তবে

অই হাহাকার যায় !

অই মানুষের বঞ্চনার আঘাতে নুয়ে পড়া

আহত আঙুল যায় !

অই অদর্শন যায় !

অই যায় বিরহী জীবন

অই নিহত নক্ষত্র যায়

অই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি জমানো অনুখ যায় !

কোনদিকে বল্ কোনদিকে তোর পঙ্কপাত
সুখের আশায় করলি কোথায় দৃষ্টিপাত
দৃষ্টি ফুঁড়ে নামছে ভীষণ বৃষ্টিপাত
সইতে যদি পারিস তবে বন্ধ পাত !

সাঁকো।

এ আমার কেমনতরো মন কেবলি আন্দোলিত হয়
একটু আবেগে থর থর কাঁপে
হৃদয়ের সাঁকো বড় নড়বড়ে
বড় নড়বড়ে''''

ফুলের আঘাত সেওতো সয়না প্রাণে
জোছনার হাসি, শিশিরে-সকাল
দেখে বুক কাঁপে, মন উচাটন
শুধু মনে হয় এ আমার নয়
এ আমার নয়

আমি যেন তার নই কোনজন ।

চেউ শুধু চেউ নয় চেউ নয় চেউ
চেউ মানে কলরব, টেউ মানে ফেউ
জাগরণ উন্মোচন বন্ধন মোচন
বলে যায় কানে কানে দিগন্তের কেউ ।

এই আমি সেই আমি

মানিয়ে নিতে পারিনা মানিয়ে চলতে
অপরাধবোধ, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি
সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি
আজীবন ক্রটিপূর্ণ নিজেকেই কুরে কুরে খাই
কি যেন করেছি অপরাধ...

অপবাদ দেবে কেউ তর্জনী নির্দেশে
এই লোক সেই লোক সব দোষ তার
প্রেমিকার কাছে যেতে ভয় আজন্ম বিশ্বাসহীন
এই লোক সেই লোক কলঙ্ক দিয়েছে চাঁদে ..

অনুশোচনায় শুধু ভিজ়ে যান্ন বুক
প্লাবনের জলে ভেসে আসে শোক
তোমাকে কষ্ট দিয়েছি পুণিমায়ে
হে দেবী, অর্ঘ দিতে গিয়ে ভুলে গেছি শ্লোক...

অপরাধবোধে তাই ভয়ে ভয়ে থাকি
সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি, দারুণ কুন্ঠিত
লজ্জায় দ্বিধায় আজীবন ক্রটিপূর্ণ নিজেকেই ভাঙিচুরি
নিজেকেই—নিজেকেই—

স্মৃতির ভিতর

স্মৃতির ভিতর কিছু চূর্ণ অপমান
রেণুর মত লেগে আছে অবহেলা
কেউ একজন ক্ষমা চান্ননি এখনো
আমি জোর করে তার মাথা নুইয়ে দিলাম

চৈত্নের ধুলিতে শুকনো পাতারা উড়ে যায়
স্মৃতির ভিতর

কেন দলে গেলি
দুপায়ে মাড়িয়ে গেলি !
কেন চলে গেলি
অবহেলা রেখে গেলি ।

অশরণ হিয়া ফাঁটিয়া টুঁটিয়া যায়
কি জানি কি সংকোচে
অনাদরে ফেলে রেখে গেছি এই ভীক ভালবাসা
অবহেলা ক্রটি বিধে !

নিজস্ব হোল্ডলে

অরুণ, বড় ভয়ঙ্কর এই হৃদয়ের খেলা
ছেড়ে দে— ছেড়ে দে—
বেলাবেলি ফিরে চল বন্ধনে
নিজেকে গুঁটিয়ে নিই নিজস্ব হোল্ডলে ।

।

জলে ডুবে আমার মৃত্যু হবে, হয় হোক
জলতো আমার মরণ পিয়াসী সখা
জলের ঘরে জন্ম নিয়েছিঁনু বিধাতার বরে
কাঁকনের মত সংসারে
ভীর্ণ পদক্ষেপে এগুতে এগুতে আমার জলের জীবন যায়...

জলের ঘরে জন্ম আমার
বুকের ভিতর অবিরাম হু হু করে জল
অনাদর থেকে সরে যাব আমি
অসুখের কাছ থেকে দূরে
আমার সব অভিমান স্থাপন করব জলে
জলের পরশে মুছে যাবে অবসাদ—প্রেম...

একদিন আমি নারীকে জেনেছি, নদী
তোমাকে জেনেছি ভালবাসা উথাল-পাউল জল
একদিন মানুষের মত আমিও মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলাম
বুঝিনি মৃত্যু কি মহান শিল্পরূপ পায়
ভালবাসা দাবী করে নিমজ্জিত প্রাণ...

তুমি পৃথিবীর তিন ভাগ সুখ
আমার মৃত্যুতে তোমার নবজন্ম হোক ।

যেনো যেথা যেতে চাও

যারে খুশী তারে নাও

শুধু তুমি বলে যাও

আড়ালে এসে,

সব কিছু ফাঁকি ছিলো

প্রতারণাভরা ছিলো

হৃদয়েতে বিষ ছিলো

কেবলি মিশে ।

দূরে দূরে থাক—দূরে
সহস্র আশ্রিতবর্ষ-নক্ষত্রের পারে
কি কথা বলিতে চাও—কি কথা

তোমার দুচেঁথে ঢেউ ভাঙে আর গড়ে ।

ছিঁড়ে-যাচ্ছে, খুলে যাচ্ছে……ছিটকে সরে
 যাচ্ছে হৃদয়ের বুক ছেঁড়া ধন। ধ্বস
 নামছে। বৃকের ভিতর প্রবল জলের তোড়।
 ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হচ্ছে আবেগ।
 অবসাদ নামছে বিপর্যস্ত স্নায়ুতে। নিজের
 সাথে নিজের এক ভয়ঙ্কর লুকোচুরি খেলা
 খেলেছিলাম। সে খেলা ফুরালো। আনন্দে
 আপ্ত হিলাম। বেদনায় মলিন হয়ে
 গেলাম। ধারাপাতে ভুল ছিল। তাই
 ক্ষমাহীন বাস্তব তার নির্দয় সাক্ষর রাখলো।
 চেতনার অনু-পরমানু ভেঙ্গে শতধা বিস্মিষ্ট
 হলো। সামনে পথ রুদ্ধ। পিছনে ফেরারী
 হাহাকার। আকাশ প্রমাণ শূণ্যতা।
 ব্যর্থতার সীমানাবিহীন বিস্তার। …এই
 পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি কাঠামোয় এত সহ্য-শক্তি
 আছে! এই বৃকে কত জল আছে! এত
 আগুন কি দিয়ে নেভাই? তিমির বিনাশী
 আলোর প্রত্যাশায় উন্মুখ এ হৃদয়।
 আলো নেই—আলো কোথাও নেই। পরি-
 বাসিত অন্ধকারে বিলীন হয়েছে খদ্যোতেরও
 প্রাণের প্রদীপ। আমি হেরে গেছি।
 প্রবলভাবে হেরে গেছি। আমার সব
 অহংকার ধূলায় লুটালো। এই বার তুমি
 হেঁটে যাও আমার বৃকের উপর দিয়ে।
 তোমার নিষ্ঠুর পদপাতে ক্ষয়বিক্ষত করে
 দাও আমার শরীরী সমুজস্য। আমার
 চোখের দৃষ্টি আর কখনো তোমাকে বিড়-
 ঙ্খিত করবে না। আমার অস্থির পদচারণায়
 তুমি আর কখনো বিব্রত হবে না। লজ্জায়
 হাত দিয়ে মুখ ঢাকবে না—তোমার ঐ শাস্ত
 কোমল মুখ—যেখানে লেখা ছিলো আমার
 সাতাশটি বছরের সর্বনাশ।

তোমার জানানায় আমার ব্যাকুল দৃষ্টিপাত

রেখে এলাম

অশ্রুপথ গাছের পাতায় লিখে এলাম

আমার না বলা কথা ।

তোমার ঘরের দেয়ালে আমার ভিজে যাওয়া চোখ

সারাক্ষণ তোমাকেই দেখুক

সাক্ষী এই ব্যাখ্যাদীর্ঘ বুক

সাক্ষী এই কবরের ঘাস

সাক্ষী এই জনহীন রাজপথ

সাক্ষী এই বিরহী বাতাস ।

বৈভব প্রতি

[জীবনানন্দদাশের কাছে ক্রমা প্রার্থনাপূর্বক]

অইখানে যেয়ো নাকো তুমি

অই কুহক বাগানে

অইখানে এক দারুণ মাতাল সাপ,

অই ফল খেয়োনাকো তুমি

অই বাগানের ফল

অই ফলে নরগ-মোহন বিষ—

হবে যদি হয় হোক
না হলে না হোক
বেদনায় ভরে যদি বন্ধ—
সারা রাত একঠান্ন
জেগে রব পাহারায়
ভালো আর বাসাহীন যক্ষ ।

এখনো তোমার চিঠি পাইনি কেমন আছে।
এখনো মেঘের ছায়া সুনিবিড় যায়নি সরে
শংকা বেদনা কী ঘন-নীল পল্পস্পর
এ ওর গায়ে সিঁটিয়ে আছে উদোম-বুকে

এখনো আমার জানা হয়নি কোথায় আছে।
এখনো তোমার স্থান নির্ণয় অভৌগলিক
কোথায় আছে ? বুকের কাছে বুক পকেটের নরম-নীলে
আকাশ পানে তাকিয়ে থাকা তারার মিলে ?

এখনো তোমায় পাওয়া হয়নি আমার কাছে
গোপন ব্যা/থা শতদলের কোমল কলি
নীরব আতুর অভিমানে লুটিয়ে পড়ে ঝিলের জলে
ভুলতে নারি এই বেদনার দাহন খানি
এখনো তোমায় পাওয়া হয়নি—পাওয়া হয়নি ।

এক টুকরো হাসিতে উদ্ভাসিত তুমি
চোখে মৃদু ঈরাভয়, ভুরুজোড়া প্রগলভ
বুঝি কুশল শুধায়-অতি হার্দ্যরব
সসংকোচে কাটে মেঘ—শীতান্ত মৌসুমী ।

দুঃখের জীবনী

স্পর্শলাভের জন্য

খুবই কাতর হয়ে

রাগি দিন

সে কেবলি

সে কেবলি

বিষমাখা কেতাবের

পৃষ্ঠা উল্টায়

পৃষ্ঠা উল্টায়

আশা

[জাহাঙ্গীর অরুণকে]

উজান পাশার স্রোতে

কষে ধরা

ছিঁষ পালের কাছি ।

মঙ্গল হোক তোমাদের

আমার অমঙ্গল যারা চাও --

এরকম বলার মত হৃদয়ের বিশালতা তখনছ করেছ তোমরাই
বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে পৃথিবীর মুক্তি আসে আসুক
আজ আর আমি অহিংসক নই ।

শেষে বিদ্বেষে রাগে অপমানে

আমিও তপ্ত হই

অননুতপ্ত রুশিকের মত দংশনের যাবতীয় ছলাকলা

হিংসাদ্বেষ্ট জীবন যাপন

তোমাদের কল্যাণে প্রায় মথন্ত আমার

জেনেছি কিসে কি কি হয়

প্রতিরোধ আর আক্রমণে কতটুকু তফাৎ

কিভাবে প্রস্তুত হয় বিষ, গুলি আর গুপ্তঘাতক

সায়নায়েড না ধূতরা নির্ধাস

সন্ধি কিংবা যুদ্ধ

স্থান কাল পাত্র ভেদে কোনটা বিশেষ জরুরী

বলে দিতে হয়না আমাকে ।

আপৎকালীন আশ্রয়ে রেখেছি মিং

পোতাশ্রয়ে বাঁধা আছে তিন কোটি হাওর

বাতাসে মিশিয়েছি বিশেষ ধরনে প্রস্তুত এক রাসায়নিকের গুঁড়ো

যা শুধু শত্রুর চোখ খুবলে নেবে ।

মঙ্গল হোক তোমাদের

আমার অমঙ্গল যারা চাও

এরকম বলার মত হৃদয়ের বিশালতা তখনছ করেছ তোমরাই

বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে পৃথিবীর মুক্তি আসে আসুক

আজ আর আমি অহিংসক নই ।

অন্তর্গত রুশিাপাত/তেত ক্লিশ

সুখ দুঃখ

[জীবন কামালের প্রতি]

সুখের ভিতরে থাকে

কিছুটা অসুখ

দুঃখেরও তেমন আছে

নিজস্ব সুখ ।

দূরত্ব বিষয়ক পদ্য

[সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জন প্রার্থনা পূর্বক]

'দূরত্বের নাম যদি অভিমান
না দেখায় নাম যদি অনস্তিত্ব'
হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিই মুখ
বুকে রাখি তোমার চিবুক ।

তুমি ঠিক কতদূরে
তুমি কত কাছে
শ্রুতিতে ঠেকাই ধ্বনি
কাছে আছো পাশে নাই
বুকের ভিতরে জল
নখের আবাসে প্রেম
হিরন্ময় জমে উঠে
নিকষিত হেম
পেয়েছি—পেয়েছি বলে মন
স্মৃতি বলে—পাইনি ।

প্রতীকার বড় বেশী তাপ
বঞ্চনার বিন্দু বিন্দু শোক
পেরিয়ে যেতে হবে

আমাকে যত দূরে—

তত কাছে ছুঁয়ে দেব মুখ
বুকে নেব তোমার চিবুক ।

স্মৃতি বিস্মৃতির আঁধারে যে দীপ্ত জোনাকীর নিঃশব্দ
ওড়াওড়ি, সে আমার শৈশবের খেলার শহর । সান্নিধ্যে
ডেকে নিয়ে এক গুচ্ছ শ্বেত করবীতে আবৃত করে সে আমার
রক্তাক্ত বুক । পাহাড়ের এক কোণে নিঃসঙ্গ মেমের শিখায়,
আমি দেখি, সে কাল কাটায় প্রতীক্ষায় । উদ স মুখের
আদলে তার দূর পৃথিবীর ছায়া । ছুপের আরশী-জলে সে
মুখ দেখে পাহাড়ের, আকাশের, বৃক্ষরাশির এবং মানুষের ।

সে শহর এখন অচেনা, বেআবুত ।

সময় কিছুই বলবে না আমি তো তোমাকে বলেছিলাম
সময় শুধু জানে যে মূল্য আমাদের দিতে হয়
বলতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাতাম

ভাঁড়দের কসরৎ দেখে যদি কান্না আসে
সঙ্গীতজ্ঞদের বাজনায়ে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ি
সময় কিছুই বলবেনা আমি তো তোমাকে বলেছিলাম

ঝন্ঝা যখন প্রবাহিত হয়, তাদের নিশ্চয়ই উৎস রয়েছে
পাতাদেরও আছে বিবণ হওয়ার কারণ
সময় কিছুই বলবে না আমি তো তোমাকে বলেছিলাম

সম্ভবত গোলাপ সত্যিই জন্ম নিতে চায়
দর্শন সত্যিকার ভাবে স্থানী হতে উৎসুক
বলতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাতাম

ধরো সিংহগুলো সব উঠে চলে গেলো
এবং সব ঝরণা ও সৈন্যগুলো পালালো
সময় কি কিছুই বলবে না আমি তো তোমাকে বলেছিলাম
বলতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাতাম *

মূল : ডব্লিউ এইচ অডেন ।

রাত নামুক । পাহাড়ে-অরণ্যে, ঝরণায়, নির্জন পথে-প্রান্তরে ।
অন্ধকার গভীর-গভীরতর হোক । ঘুম আর অঁধারে
রচিত হোক মান্নাঘী সেতু । নির্জনতা নিবিড় হয়ে উঠুক । সারা পৃথিবী
ভেসে যাক । তখন আমি আস্তে-ধীরে হৃদয়ের অর্গল মুক্ত করবো ।
পূজীভূত বেদনা রূপ নেবে শব্দের বিস্তারে । আকাশের শরীর থেকে
মোহন রুষ্টিপাতের মতো । আর গোপন যন্ত্রণার কারাগার থেকে
মুক্তি পাবে পৃথিবীর সর্বশেষ কয়েদী : দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা ।



দীপংকর শ্রীজান চাকমা

রাত নামুক। পাহাড়ে-অরণ্যে, ঝরনায়, নির্জন গাঙ্গে-
প্রান্তরে। অন্ধকার গভীর-গভীরতর হোক। ঘুম আর
অঁধারে রচিত হোক মান্নাবী সেতু। নির্জনতা নিবিড়
হয়ে উঠুক। সারা পৃথিবী ভেসে যাক। তখন আমি
আস্তে-ধীরে হৃদয়ের অর্গল মুক্ত করবো। পুঞ্জীভূত বেদনা
রূপ নেবে শব্দের বিস্তারে। আকাশের শরীর থেকে
মোহন বৃষ্টিপাতের মতো। আর গোপন ঘটনার কারা-
গার থেকে মুক্তি পাবে পৃথিবীর সর্বশেষ কন্ঠেদীঃ দীপংকর
শ্রীজান চাকমা।